মেহেরপুরের বারাদীতে জামায়াতের কর্মী শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদীতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কর্মী শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকেলে মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এ কর্মী শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বারাদী ইউনিয়ন জামায়াতের আমির আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতের আমির তাজ উদ্দীন খান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা জামায়াত আমির সোহেল রানা ও উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনে ইসলামের শিক্ষার গুরুত্ব এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা তুলে ধরেন।

বক্তারা বলেন, ইসলামী আদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধ অনুসরণের মাধ্যমে একজন মানুষ নিজেকে সৎ, আদর্শবান ও দায়িত্বশীল হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। কোরআন-সুন্নাহর শিক্ষা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে শান্তি, ন্যায়বিচার ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এ জন্য নেতাকর্মীদের নিয়মিত কোরআন-হাদিস অধ্যয়ন, আত্মশুদ্ধি ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

অনুষ্ঠানে বারাদী ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের জামায়াতের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। কর্মী শিক্ষা বৈঠকে কোরআন-হাদিসের শিক্ষা, সাংগঠনিক দায়িত্ব ও নৈতিক চরিত্র গঠনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বারাদী ইউনিয়ন জামায়াতের সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাক।

পাঁচ বছর একদিনও স্কুলে অনুপস্থিত নয়, ক্রীড়ায়ও তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়ন তুবা

ঢাকার গাইডেন্স ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের গ্রেড-৪ এর শিক্ষার্থী তাসনিয়া তুবা টানা পাঁচ বছর একদিনও বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত না থেকে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় একই ইভেন্টে টানা তৃতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সে।

এ দুটি কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে আজ সোমবার বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে তুবার হাতে ক্রেস্ট ও সনদপত্র তুলে দেওয়া হয়।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক, পরিচালনা কমিটির সদস্য ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে পুরস্কৃত করা হয়।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, তাসনিয়া তুবা গত পাঁচ বছরে নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থেকেছে। কোনো দিন অনুপস্থিত না থাকার পাশাপাশি পড়াশোনার সঙ্গে সহশিক্ষা কার্যক্রমেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আসছে। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তার ধারাবাহিক সাফল্যও এর প্রমাণ।

তুবার এ অর্জনে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সহপাঠীদের মধ্যে আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার নিয়মিত উপস্থিতি, শৃঙ্খলা ও ক্রীড়াক্ষেত্রে ধারাবাহিক সাফল্যের প্রশংসা করেছে।

তাসনিয়া তুবা মোস্তফা আমজাদ (সাইফুল) ও তানিয়া লাবণ্যর মেয়ে। তার দাদা মেহেরপুরের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তোজাম্মেল আযম। পরিবারের সদস্যরা তুবার এ অর্জনে আনন্দ ও গর্ব প্রকাশ করেছেন।

গাংনীতে দুই প্রতিষ্ঠানকে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী বাজারে অভিযান চালিয়ে দুই প্রতিষ্ঠানকে মোট ৭০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। এ সময় প্রায় ৬০০ বোতল নিষিদ্ধ কেওড়া জল ও লক্ষাধিক টাকার ফিজিশিয়ান স্যাম্পল জব্দ করা হয়েছে।

সোমবার (২৪ আগস্ট) সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত গাংনী বাজার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

অভিযানকালে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সনদ ছাড়া এবং নিষিদ্ধ কেওড়া জল ব্যবহার করে খাদ্যসামগ্রী তৈরির কারণে মো. জসিম হাওলাদারের নান্না বিরিয়ানী হাউসকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ ছাড়া সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (এমআরপি) ছাড়া ফিজিশিয়ান স্যাম্পল ওষুধ বিক্রি ও সংরক্ষণের কারণে মো. সোহাগ আলীর মেসার্স সোহাগ মেডিসিন কর্ণারকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে দুই প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৭০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। একই সঙ্গে প্রায় ৬০০ বোতল নিষিদ্ধ কেওড়া জল জব্দ করে ধ্বংস করা হয়। এ ছাড়া প্রায় লক্ষাধিক টাকার ফিজিশিয়ান স্যাম্পল জব্দ করে দাতব্য চিকিৎসা কার্যক্রমের জন্য মেহেরপুরের সিভিল সার্জনের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. রিয়াজ মাহমুদ, গাংনী স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. মসিউর রহমান, মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি দল এবং র্যাব-১২-এর একটি দল।

মেহেরপুরে ১০টি মসজিদ সংস্কারে ৩০ লাখ টাকা বরাদ্দ

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলার ১০টি মসজিদের সংস্কার ও উন্নয়নকাজের জন্য মোট ৩০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বরাদ্দের আওতায় প্রতিটি মসজিদের জন্য ৩ লাখ টাকা করে দেওয়া হয়।

সোমবার (২৪ আগস্ট) সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট মসজিদ কমিটির সদস্যদের হাতে বরাদ্দের অর্থ তুলে দেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজউদ্দীন খান।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) আওতাধীন সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ (GSID-2) প্রকল্পের মাধ্যমে এসব অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

বরাদ্দপ্রাপ্ত মসজিদগুলোর মধ্যে রয়েছে—বুড়িপোতা ইউনিয়নের রাধাকান্দবপুর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ, আমঝুপি ইউনিয়নের উত্তরপাড়া বটতলা জামে মসজিদ, বারাদি ইউনিয়নের রাজনগর বেলাপাড়া জামে মসজিদ, মেহেরপুর পৌরসভার নতুনপাড়া জামে মসজিদ, আমদহ ইউনিয়নের মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, মেহেরপুর পৌরসভার কেশবপাড়া জামে মসজিদসহ সদর ও মুজিবনগর উপজেলার মোট ১০টি মসজিদ।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী আক্তার হোসেন রিপন, জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, উপজেলা আমির সোহেল রানা, উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম, শ্যামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থী আজমাইন হোসেনসহ দলীয় নেতাকর্মী ও সংশ্লিষ্ট মসজিদ কমিটির সদস্যরা।

বরাদ্দের অর্থ মসজিদগুলোর প্রয়োজনীয় সংস্কার, মেরামত ও উন্নয়নকাজে ব্যয় করা হবে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। স্থানীয় মুসল্লিরা সরকারের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান গ্রেপ্তার

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নানকে (ছোট) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রোববার (২৩ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়ামপাড়ায় নিজ বাসভবনের সামনে থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, রাজনৈতিক মামলায় আব্দুল মান্নানকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে তাকে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

তবে কোন মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত করে কিছু জানাননি।

গাংনীর সাহারবাটী ইউপিতে প্রশাসক বাতিলের দাবিতে এলাকাবাসীর বিক্ষোভ

গাংনী উপজেলার ৭ নম্বর সাহারবাটী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আসমা তারাকে অপসারণের প্রতিবাদে এবং নিয়োগকৃত প্রশাসক বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন ইউনিয়নবাসী। রোববার বেলা ১১টার দিকে সাহারবাটী ইউনিয়ন পরিষদের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

বিক্ষোভকারীরা বলেন, ৫ আগস্টের পর আসমা তারাকে সকল সদস্য মনোনীত করে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এরপর থেকে আসমা তারা সকল সদস্যকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলেন।

হঠাৎ করে কয়েকজন আওয়ামী লীগপন্থী ইউপি সদস্য অনৈতিক সুবিধা হাসিল করতে না পেরে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বরাবর অনাস্থাপত্র দেন এবং প্রশাসক নিয়োগের আবেদন করেন। ইউএনও বিষয়টি ইউনিয়ন পরিষদের কাউকে না জানিয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে পাঠান।

পরে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় স্বাক্ষরিত এক পত্রে গাংনী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মামুনুর রহমানকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে পত্র পাঠানো হয়।

জেলা প্রশাসকের এমন সিদ্ধান্ত দ্রুত বাতিলের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভকারীরা বলেন, সাহারবাটী ইউনিয়ন পরিষদে কোনো প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া চলবে না। নিয়োগ বাতিল করে জনগণের ভোটে নির্বাচিত এবং সদস্যদের মনোনীত ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আসমা তারাকে বহাল রাখতে হবে।

বিক্ষোভ মিছিলে স্থানীয় যুবদলের নেতৃবৃন্দ, ইউপি সদস্য ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেন, “বিষয়টি আমি অবগত। কী কারণে প্রশাসক বাতিলের দাবি জানানো হচ্ছে বা বিক্ষোভ হচ্ছে, তা নতুন ইউএনও যোগদান করলে তদন্ত করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।”

গাংনীর সাহারবাটি ইউপির প্যানেল চেয়ারম্যান আসমা তারাকে অব্যাহতি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আসমা তারার বিরুদ্ধে সীমাহীন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তাকে সাময়িকভাবে পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন জেলা প্রশাসক।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, ইউনিয়ন পরিষদের আওতাধীন বিভিন্ন গ্রামের ভাতাভোগীদের কাছ থেকে ভাতার কার্ড করে দেওয়ার নামে ৫ হাজার টাকা করে নেওয়ার অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা।

এ ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের বরাদ্দকৃত ওয়ান পার্সেন্টের টাকাসহ ইউনিয়ন পরিষদের সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা ভুয়া নামে লুটপাটের অভিযোগ তুলে ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্যরা জেলা প্রশাসক বরাবর লিখিত অভিযোগ দেন।

লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শেষে তাকে সাময়িকভাবে পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। অভিযোগ রয়েছে, সীমাহীন দুর্নীতির কারণেই তাকে পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তাকে পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়ায় এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, ইউনিয়ন পরিষদের সব ইউপি সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল।

তদন্তে আসমা তারার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে প্যানেল চেয়ারম্যান পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে গাংনী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে তিন প্রতিষ্ঠানকে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর সদর উপজেলার হোটেল বাজার ও বড় বাজার এলাকায় তদারকিমূলক অভিযান চালিয়ে তিন প্রতিষ্ঠানকে মোট ৭০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয়।

রোববার (২৩ আগস্ট) সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে বিভিন্ন খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়।

অভিযানকালে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সনদ গ্রহণ না করে এবং নিষিদ্ধ কেওড়া জল ও শিল্প লবণ ব্যবহার করে খাদ্যসামগ্রী তৈরির অভিযোগে মো. আব্দুস সালাম হাওলাদারের ঢাকা কাচ্চি ঘরকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ ছাড়া লাইসেন্স নবায়ন না করা, কাঁচা মাংসের সঙ্গে খাওয়ার বরফ রাখাসহ বিভিন্ন অনিয়মের কারণে মো. মেহেদী হাসানের জোছনা বেকারি ও কনফেশনারিকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। লাইসেন্স ছাড়া বেকারি পণ্য তৈরি এবং পণ্যে মেয়াদ না দেওয়ার কারণে মো. আল আরাবি আজিজের আল বারাকা লাইভ বেকারিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে তিন প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বমোট ৭০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

এ সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্রুত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হালনাগাদ করা এবং যথাযথভাবে খাদ্যপণ্য তৈরি ও সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. রিয়াজ মাহমুদ, ক্যাব সভাপতি মো. রফিকুল আলম, মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি দল এবং র্যাব-১২-এর একটি দল।

জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

মেহেরপুরে প্রতিবন্ধী নারীকে ধর্ষণ: ইউপি সদস্যের যাবজ্জীবন ও জরিমানা

ধর্ষণের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় মেহেরপুরের পিরোজপুর ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ নেতা ও ইউপি সদস্য মো. কলিম উদ্দিন ওরফে কালুকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। রায় শুনে এজলাস থেকে নেমে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তিনি।

রোববার (২৩ আগস্ট) দুপুরে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) আলী মাসুদ শেখ এ রায় ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে আসামিকে পাঁচ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

দণ্ডপ্রাপ্ত মো. কলিম উদ্দিন ওরফে কালু মেহেরপুর জেলার পিরোজপুর এলাকার মৃত আব্দুল মন্ডলের ছেলে। তিনি স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এবং পিরোজপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার।

মামলার নথি সূত্রে জানা গেছে, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত-২০০৩)-এর ৯(১) ধারায় দায়ের করা মামলায় আসামির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করেন আদালত। এরপর তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং পাঁচ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। জরিমানার অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাকে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

রায়ে বিচারক উল্লেখ করেন, আসামির ওপর আরোপিত অর্থদণ্ড ভুক্তভোগীর ক্ষতিপূরণ হিসেবে গণ্য হবে। আসামির বর্তমান সম্পদ থেকে ওই অর্থ আদায় করা সম্ভব না হলে ভবিষ্যতে তার মালিকানাধীন বা অধিকারভুক্ত সম্পদ থেকে তা আদায় করা যাবে। এ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের দাবিটি অন্য যেকোনো দাবির চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে।

এ ছাড়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১৬ ধারার বিধান অনুযায়ী আসামির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ট্রাইব্যুনালে জমা দেওয়ার জন্য মেহেরপুরের ডেপুটি কালেক্টরকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। ওই অর্থ ট্রাইব্যুনালে জমা হওয়ার পর তা মামলার ভুক্তভোগীকে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

রায়ে আরও বলা হয়, আসামি চাইলে রায়ের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উচ্চ আদালতে আপিল করতে পারবেন। বিচারাধীন সময়ে আসামির হাজতবাসের সময় ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ৩৫এ ধারার বিধান অনুযায়ী সাজা থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

রায় ঘোষণার পর আসামির বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানা জারি করে তাকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে রায় ঘোষণার পরপরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়।

আদালত সূত্র আরও জানায়, রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় কার্যার্থে মেহেরপুরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানো হয়েছে। জব্দকৃত আলামত বিধি অনুযায়ী নিষ্পত্তির জন্য রায়ের অনুলিপি মেহেরপুরের কোর্ট ইন্সপেক্টরের কাছেও পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন বলেন, দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্ত পিরোজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা কালুর অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন। এই রায়ে রাষ্ট্রপক্ষ সন্তুষ্ট।

জনপদের রাজনীতি: জনগণ কোথায় ?

রাজনীতি জনগণ জন্য – এ কথাটি আমরা সবসময় শুনি যে, কথাটির ভেতরের অর্থটাই যেন এখন ম্লান হয়ে গেছে। জনপদের রাজনীতিতে এখন জনগণ আছে, কিন্তু জনগনণর কথা কতটা আছে ?

একটি নির্বাচন আসে । পোস্টার ওঠে । ব্যানার টাঙে। মিছিল হয় । উঠোন বৈঠক হয়। চায়ের দোকানে উত্তপ্ত আলোচনা চলে । নেতাকর্মীদের ব্যস্ততা বাড়ে। প্রতিশ্রুতির ঝুলি খুলে যায় । সাধারণ মানুষও তখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে – কারণ তার হাতে আছে

ভোট ।

আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ভোটারকে অনেক সময় ভোটের দিনের একটি সংখ্যা হিসেবে দেখা হয় । কে কত ভোট পেলেন -এই হিসাব শেষ হলেই যেন জনগণের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রধান অধ্যায়টিও শেষ । যে মানুষটি ভোটের আগে ‘ভাই’, ‘চাচা’, ‘মুরব্বি’, ‘সম্মানিত নাগরিক’- ভোটের পর সেই মানুষটিই অনেক সময় হয়ে যান শুধুই একজন সাধারণ নাগরিক তখন নাগরিকদের বিভিন্ন সমস্যা রাস্তার, চিকিৎসার, সন্তানের চাকরির চিন্তা, বাজারদরের চাপ কিংবা জায়গা নিয়ে বিরোধ
– এসব আর রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে থাকে না । অথচ রাজনীতির কেন্দ্র তো সেখানেই থাকার কথা ।

জনপদের রাজনীতি যদি মানুষের জীবনকে স্পর্শ না করে, তাহলে সেই রাজনীতি আসলে কাদের জন্য ? এটি বদলানো জরুরি । ভোটার পাঁচ বছর অপেক্ষা করে শুধু ভোট দেওয়ার জন্য বসে থাকেন না । তিনি প্রতিদিন রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত। তার সন্তানের স্কুল, চিকিৎসা, ব্যবসা, কৃষি, নিরাপত্তা, চলাচল – সবকিছুই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত। অতএব নাগরিকের সঙ্গে জনপ্রতিনিধির সম্পর্ক হওয়া উচিত পাঁচ বছরব্যাপী, পাঁচ দিনের নয় ।

রাজনীতি কি এখন জনগণের, নাকি ক্ষমতার?

রাজনীতির একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হলো ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাজনীতির সৌন্দর্য হলো – ক্ষমতা উদ্দেশ্য নয়, মানুষের সেবা । সমস্যা শুরু হয় যখন ক্ষমতা নিজেই উদ্দেশ্যে পরিণত হয়, তখন রাজনৈতিক পরিচয় হয়ে ওঠে সামাজিক প্রভাবের মাপকাঠি । কে কার লোক, কে কোন পক্ষের, কার সঙ্গে কার সম্পর্ক – এসব প্রশ্ন অনেক সময় মানুষের যোগ্যতা, সততা ও জনসেবার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় ।

ফলে একজন সাধারণ নাগরিকের সামনে একটি অদৃশ্য প্রশ্ন তৈরি হয় – “আমি কার?” কিন্তু গণতন্ত্রের প্রকৃত প্রশ্ন হওয়া উচিত ছিল – “আমি নাগরিক হিসেবে কী অধিকার পাই?” এই দুই প্রশ্নের পার্থক্যই একটি জনপদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির পার্থক্য । গণতন্ত্রে একজন মানুষের পরিচয় প্রথমত তিনি নাগরিক । তার অধিকার কোনো দলের অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করার কথা নয় । একজন মানুষ যদি কোনো দলের সমর্থক না হন, তবুও তার রাস্তা পাওয়ার অধিকার আছে । তিনি যদি কোনো রাজনৈতিক নেতার অনুসারী না হন, তবুও সরকারি সেবা পাওয়ার

অধিকার আছে । তিনি যদি ভিন্নমত পোষণ করেন, তবুও তার নিরাপত্তা, মর্যাদা ও নাগরিক অধিকার সমান থাকার কথা ।

এই সহজ সত্যটি ভুলে গেলে জনপদের রাজনীতি ধীরে ধীরে নাগরিক রাজনীতি থেকে আনুগত্যের রাজনীতিতে পরিণত হয় । জনপদের রাজনীতির আরেকটি বড় সংকট হলো রাজনৈতিক বিভাজনকে ব্যক্তিগত শত্রুতায় পরিণত করা । গণতন্ত্রে মতপার্থক্য থাকবে।

রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা থাকবে । সমালোচনা থাকবে। কখনো তীব্র বিতর্কও হবে । কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ মানেই শত্রু – এই ধারণা গণতন্ত্রকে দুর্বল করে । একটি জনপদের মানুষ একই বাজারে কেনাকাটা করেন, একই স্কুলে সন্তান পাঠান, একই হাসপাতাল ব্যবহার করেন, একই রাস্তা দিয়ে চলেন। রাজনৈতিক মত আলাদা হলেও তাদের দৈনন্দিন জীবন একই বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত।

তাই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি জনজীবনকে অচল করে দেয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই সাধারণ মানুষই । রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত প্রতিযোগিতার মধ্যেও জনস্বার্থের জায়গাটি অক্ষুণ্ন রাখা । একজন নেতার শক্তি কতজন মানুষ তার সঙ্গে ছবি তুললেন – এতে নয় । কতজন মানুষ তার কাছে নির্ভয়ে নিজের কথা বলতে পারেন, সেটিই বরং বড় প্রশ্ন । একজন সত্যিকারের জননেতা সেই ব্যক্তি, যিনি নিজের সমর্থকের পাশাপাশি ভিন্নমতের মানুষের কথাও শুনতে পারেন। যিনি সমালোচনাকে শত্রুতা মনে করেন না ।

যিনি জনপ্রিয়তার পাশাপাশি জবাবদিহিকেও গুরুত্ব দেন । আমরা অনেক সময় জনপ্রিয়তাকে নেতৃত্বের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি । অনেক অনুসারী থাকা মানেই ভালো নেতা হওয়া নয় । সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হাজার হাজার প্রতিক্রিয়া পাওয়া মানেই জনসেবা নয় । বড় সভা করা মানেই জনসম্পৃক্ততা নয় ।

একজন প্রকৃত জননেতার সবচেয়ে বড় শক্তি হলো মানুষের আস্থা । যে নেতা নিজের সমর্থকের পাশাপাশি ভিন্নমতের মানুষের কথাও শুনতে পারেন, যিনি সমালোচনাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ মনে করেন না, যিনি সংকটে মানুষের পাশে থাকেন, যিনি নিজের ভুল স্বীকার করতে পারেন এবং যিনি ক্ষমতার চেয়ে প্রতিষ্ঠানকে বড় মনে করেন- তিনিই দীর্ঘমেয়াদে জনপদের রাজনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারেন। রাজনীতির ভাষাও তাই বদলানো দরকার ।

‘আমি কী পেলাম’ থেকে ‘মানুষ কী পেল’

‘আমার লোক’ থেকে ‘আমাদের নাগরিক’
‘ক্ষমতা ধরে রাখা’ থেকে ‘বিশ্বাস ধরে রাখা’ – এই পরিবর্তন জরুরি।

আমরা কেমন রাজনীতি চাই ?

এমন রাজনীতি, যেখানে পদ পাওয়াই সাফল্য? নাকি এমন রাজনীতি, যেখানে মানুষের আস্থা অর্জনই সাফল্য? এমন রাজনীতি, যেখানে প্রতিপক্ষকে হারানোই প্রধান লক্ষ্য? নাকি এমন রাজনীতি, যেখানে জনস্বার্থে সবাই মিলে কাজ করাও রাজনৈতিক সাফল্যের অংশ? এমন রাজনীতি, যেখানে নির্বাচনের আগে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ? নাকি এমন রাজনীতি, যেখানে নির্বাচনের পরেও মানুষই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? উত্তরটি কঠিন হওয়ার কথা নয় । কারণ রাজনীতির নৈতিক ভিত্তিই হলো মানুষ । ক্ষমতা পরিবর্তিত হয় । রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে যায় । নেতৃত্বের প্রজন্ম বদলে যায়। কিন্তু জনপদের মানুষ থেকে যায় । তার সন্তান থাকে, তার স্বপ্ন থাকে, তার দুঃখ থাকে, তার প্রত্যাশা থাকে । সুতরাং রাজনীতির স্থায়িত্ব ক্ষমতায় নয় – মানুষের আস্থায় । একজন নেতা হয়তো পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকতে পারেন ।

কিন্তু মানুষের মনে তিনি কত বছর থাকবেন, সেটিই তার প্রকৃত রাজনৈতিক উত্তরাধিকার । আজ তাই আমাদের জনপদের রাজনীতির সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ নতুন কোনো স্লোগান তৈরি করা নয় । বরং পুরোনো একটি সত্যকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করা ।
তরুণরা কেমন রাজনীতি চাই?

জনপদের উন্নয়ন নিয়ে কথা বলতে গেলে আমরা সাধারণত রাস্তা, সেতু, ভবন, বাজার, বিদ্যুৎ, অবকাঠামো – এসবের হিসাব করি । এগুলো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ।

কিন্তু উন্নয়নের সবচেয়ে বড় সূচক কি শুধু দৃশ্যমান অবকাঠামো? একজন তরুণ যদি ডিগ্রি শেষ করে বছরের পর বছর কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, একজন কৃষক যদি উৎপাদন করেও ন্যায্য মূল্য না পান, একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যদি প্রতিদিন টিকে থাকার লড়াই করেন, একজন রোগী যদি চিকিৎসার জন্য শহরে ছুটতে বাধ্য হন – তাহলে উন্নয়নের গল্পটি কোথায় অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে না? জনপদের রাজনীতি মানুষের জীবনমানের রাজনীতি না হলে উন্নয়নের পরিসংখ্যান যত বড়ই হোক, মানুষের সন্তুষ্টি ততটা বড় হবে না । জনপদের রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন সম্ভবত তরুণ প্রজন্মের প্রত্যাশায়। আজকের তরুণ শুধু রাজনৈতিক স্লোগান শুনতে চায় না । সে জানতে চায় – তার

ভবিষ্যৎ কী ? সে চাকরি চায় ।

উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ চায় । দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ চায় । মেধার মূল্যায়ন চায় । প্রযুক্তির সুবিধা চায় । সে চায় তার যোগ্যতার সঙ্গে তার ভবিষ্যতের একটি বাস্তব সম্পর্ক থাকুক । রাজনীতি যদি তরুণদের সামনে শুধু পদ-পদবি, দলীয় বিভাজন কিংবা ক্ষমতার প্রতিযোগিতার ছবি তুলে ধরে, তাহলে রাজনীতির প্রতি তাদের আগ্রহ কমে যাওয়া অস্বাভাবিক নয় । তরুণদের রাজনীতিতে শুধু কর্মী হিসেবে নয়, চিন্তার অংশীদার হিসেবে দেখতে হবে । তাদের প্রশ্ন শুনতে হবে। তাদের নতুন ধারণাকে জায়গা দিতে হবে ।

তাদের নেতৃত্বের সুযোগ দিতে হবে । কারণ একটি জনপদের ভবিষ্যৎ শুধু প্রবীণ নেতৃত্বের হাতে থাকে না; ভবিষ্যতের রাজনৈতিক সংস্কৃতিও তৈরি করবে আজকের তরুণেরা ।

পরিশেষে, জনপদের রাজনীতি শেষ পর্যন্ত জনপদের মানুষই তৈরি করে । রাজনীতির মঞ্চে আমরা অনেক নাম দেখি। অনেক পতাকা দেখি । অনেক প্রতিশ্রুতি শুনি। যেখানে একটি পদ পাওয়ার জন্য জীবন বিসর্জন দেয় । যে রাজনীতি মানুষের কথা শুনতে পায় না, সে রাজনীতি যতই উচ্চকণ্ঠ হোক, ভেতরে ভেতরে নিঃসঙ্গ ।

তাই আজ সবচেয়ে জরুরি রাজনৈতিক স্লোগান হয়তো নতুন কোনো স্লোগান নয় । বরং পুরোনো একটি প্রশ্নকে নতুন করে উচ্চারণ করা
– জনপদের রাজনীতি কার জন্য ? উত্তর যদি হয় – মানুষের জন্য, তাহলে সেই মানুষকেই রাজনীতির কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনতে হবে । কারণ রাজনীতি যদি মানুষের কাছে ফিরে না আসে, একদিন মানুষই রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে ।

লেখক:
মাহবুবুর রহমান বকুল
এল,এল,এম – বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস (বিইউপি) মাস্টার্স আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়